গণিত পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয় সম্পর্কে কিছু বক্তব্য

গোলাম মওলা

ঢাকা বোর্ডের ২০০২ সালের সাধারণ গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ইতোপূর্বে বিভিন্ন মহল থেকে করা হয়েছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময়ও এগিয়ে আসছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, পরীক্ষার্থীরা যেন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

এযাবৎকাল এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত গ্রেসমার্কই প্রদান করা হতো। এবার নাকি পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শতাংশের হারে গ্রেসমার্ক দেয়া হতে পারে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, সাধারণ গ্রেস দেয়া হলে মেধাবী ছাত্রদের প্রতি অবিচার করা হবে। উদ্ধৃত একটি উদাহরণ হলো যদি ২০ নম্বর সাধারণ গ্রেস দেয়া হয় তবে একজন পরীক্ষার্থী যে ৯০ নম্বর পাবে তার নম্বর হবে ৯০+২০=১১০, এ ধরনের সাধারণ গ্রেসমার্ক ফল নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি করবে।

আবার কারও কারও বক্তব্য হচ্ছে, যদি প্রাপ্ত নম্বরের শতাংশ হারে গ্রেস দেয়া হয় তবে কম নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পাসের শতকরা হার তেমন বাড়বে না। যেমন যদি প্রাপ্ত নম্বরের ১০% গ্রেসমার্ক হিসেবে দেয়া হয় একজন পরীক্ষার্থী যে ২০ নম্বর পেয়েছে সে পাবে অতিরিক্ত ২ নম্বর। এতে তার মোট নম্বর হবে ২০+২=২২। এতে তার ফলাফল অকৃতকার্যই থেকে যাবে।

অন্য একটি মত হলো ন্যূনতম ২০ নম্বর পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীকে ৩৩ নম্বর পাওয়ার জন্য যত নম্বর পাওয়ার দরকার তত নম্বর গ্রেস দিতে হবে। ৩৩-এর ওপর যারা পাবে তাদের পরবর্তী গ্রেডে উন্নীত করার জন্য ৫ নম্বর গ্রেস দেয়া যেতে পারে। এতে যেসব পরীক্ষার্থী ২০ থেকে ৩২ পর্যন্ত নম্বর পেল তারা পাবে ৩৩ বা D গ্রেড। যারা ৩৩ থেকে ৪৫ পেল তারা ৫ বেশি পেয়েও গ্রেড পরিবর্তন করতে পারবে না। যারা ন্যূনতম ৪৬ নম্বর পাবে তারা পরবর্তী গ্রেড C-তে উন্নীত হবে। একইভাবে যাদের সর্বোচ্চ নম্বর ৫৪, ৬৪ বা ৭৪ হবে তারাও পরবর্তী গ্রেডে যেতে পারবে না। মোটকথা যারা একটি গ্রেডের নম্বরের ওপরের দিকে আছে তারা লাভবান হবে, অন্যরা ওই একই গ্রেডে থেকে যাবে।

প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার জন্য পরীক্ষার নম্বর কম আসবে, হয়তো এদিকটা বিবেচনায় বেশি আসছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালি ও উদাসিনতা পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের যে মানসিক চাপে ফেলেছে তা থেকে উত্তরণের উপায়ও (ভবিষ্যৎ পরীক্ষার জন্য নয় যারা ভুক্তভোগী তাদের এবং কেবল তাদের জন্যই) বের করে আনতে হবে অতিরিক্ত নম্বর দিয়েই।

কোন কোন উন্নত দেশে গ্রেডিং পদ্ধতিতে বোনাস মার্ক বা অতিরিক্ত পয়েন্ট নামে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যার ফলে একজন পরীক্ষার্থী ১০০-এর মধ্যে ১১০ও পেতে পারে। সাধারণত ১০০ নম্বরের উত্তরই আশা করা হয় একজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে। কিন্তু কিছু অতিরিক্ত প্রশ্ন দেয়া হয় যা ওই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জানার কথা নয়। এই অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া বাধ্যতামূলক নয়। যারা দিতে পারে তারা পায় বোনাস মার্ক বা অতিরিক্ত পয়েন্ট। সাধারণ গ্রেস দিলে যদি ৯০ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থী ৯০+২০=১১০ও পায় তাতে তার গ্রেড A+ই থাকবে।

জটিল প্রশ্নপত্র তৈরি করে কর্তৃপক্ষ জটিল সমস্যায় অনেককে ফেলেছেন এবং নিজেদের জন্যও সৃষ্টি করেছেন আরও জটিল অবস্থার। এর সমাধানের পথ ফল প্রকাশের আগেই নির্ধারণ করা উচিত। যেহেতু অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রছাত্রীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেজন্য তাদেরই দিতে হবে বেশি গ্রেসমার্ক। যত ওপরের দিকে যাওয়া যাবে ততই গ্রেসমার্ক কমে আসবে। বিভিন্ন রেঞ্জে এ প্রাপ্ত নম্বরের জন্য কত গ্রেসমার্ক দেয়া যেতে পারে তার একটি প্রস্তাব দেয়া হলো।

প্রাপ্ত নম্বরের রেঞ্জ ও প্রস্তাবিত গ্রেসমার্ক

প্রাপ্ত নম্বর	১২-২৪	২৫-৩৮	৩৯-৫১	৫২-৬৪	৬৪-৭৬	৭৭-৯০	৯০-৯৭
গ্রেসমার্ক (প্রস্তাবিত)	২১	১৮	১৫	১২	৯	৬	৩

এ ধরনের গ্রেসমার্ক প্রদান করলে গ্রেসমার্কের সুবিধা অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরীক্ষার্থীরাই বেশি পাবে। কিন্তু এ ধরনের স্কিম সৃষ্টি করবে আরও অনেক ধাপে জটিলতা। শেষে হয়ত কম্পিউটার দিয়ে প্রসেস করতে গিয়েই সৃষ্টি করা হবে বিরাট ফল বিপর্যয়। যা কিনা এক বছর ৬৫ হাজার পরীক্ষার্থীর বেলায়ই করেছিল একটি নাম করা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার কেন্দ্র ফল নির্ণয় করতে গিয়ে।

সহজ পন্থাই সর্বোত্তম পন্থা। সহজ পন্থার আছে কঠিন সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রচুর ক্ষমতা। এ বাস্তবতাকে শ্রদ্ধা করে সাধারণ গ্রেসমার্ক দেয়াই হবে উত্তম সমাধান। এতে পেলেও পাক না কেউ কেউ ৯০+২০ নম্বর বা ১০০+২০ নম্বর, তা তো A+ গ্রেডই। বিভিন্ন পর্যায়েই যখন সঠিকভাবে যাচাই না হয়ে প্রশ্নপত্রের কঠিন প্রশ্নগুলো পরীক্ষার্থীদের হলে হলে বেহুশ বানালো এবং অপেক্ষাকৃত সহজ প্রশ্নগুলোকেও ভুলিয়ে দিল ও পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর জন্য সৃষ্টি করলো ভীতি, উল্লেখযোগ্য হয়েই থাকুক না ১০০+২০ = ১২০ না হয়ে ১০০+২০ = ৮০ অপেক্ষা বেশি। পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় চরম হোঁচট খাওয়ার কথা ভুলে থাকুক আর যারা এজন্য দায়ী তারাও বাকি জীবন মনে রাখুক ১০০+২০= ৮০-এর থেকে বেশি।

JUN 22 2002